আজকের কাগজ

তারিখ 18 OCT 1991
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

64

সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত আছে

ঢাঃ বিঃ গ্রন্থসংস্থার কর্মচারীরা আজও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী হননি

কাগজ প্রতিবেদক ঃ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থার কর্মচারীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মীকরণ করা হয়নি বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮১ সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো।

এদিকে প্রকাশনা, বিক্রয় ও বিপণনের ক্ষেত্রে আরো বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ২৯ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা বিভাগ, অনুবাদ সংস্থা এবং গ্রন্থ সংস্থাকে সমন্বিত প্রতিষ্ঠান গড়ে অভিন্ন কাঠামোর মধ্যে আনার জন্যে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গত ৯ ফেব্রুয়ারি সিন্ডিকেটের বৈঠকে নতুন সংস্থার কার্যক্রম ১ এপ্রিল থেকে শুরু করার কথা বলা হয়। নতুন সংস্থার নাম দেয়া হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হলেও এর অন্তর্ভুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থার কর্মচারীদের এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মীকরণ করা হয়নি। ২১ এপ্রিল ১৯৮৭ এবং এবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সিন্ডিকেটের বৈঠকে ঢাঃ বিঃ গ্রন্থ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে একত্রীকরণের পূর্ণ বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে ঢাঃ বিঃ গ্রন্থ সংস্থায় ১১ জন কর্মচারী/কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। এদের একজন ম্যানেজার, যিনি শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। বাকি দশজন গ্রন্থ সংস্থার নিজস্ব আয় থেকে বেতন-ভাতা নিচ্ছেন। অথচ এদের চাকরি ৮/৯ বছর হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। বর্তমানে এর মূলধন প্রায় ১০ লাখ টাকার কাছে।

এদিকে নতুন সংস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থার একজন স্থায়ী পরিচালক নিয়োগের লক্ষ্যে কয়েকবার দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। কিন্তু নানা জটিলতার কারণে দু'বার ঐ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হয়। একবার গোলাম সাকলায়েনকে ঐ পদে নিয়োগ দান করা হলে তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তিনি রাজাকার ছিলেন--এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরে তার নিয়োগ বাতিল করা হয়। সর্বশেষে জাহাঙ্গীর কবিরকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরিচালক নিয়োগ করা হলেও তিনি ব্যক্তিগত কারণে কাজে যোগদান করেননি। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা কাজী নূরুল ইসলাম ঐ প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন।